[illegible] প্রশাসন এখন আবার এই ব্যক্তিদের জড়ো করে একটি 'বিকল্প ইরাকী সরকার' গঠনের চেষ্টা করছে। গত মাসে এ জাতীয় ৭০ জন ইরাকী দু'দিন ধরে লন্ডনে এক সম্মেলন করেন। গত শুক্র ও শনিবার (৯ ও ১০ আগস্ট) মার্কিন কর্মকর্তারা ওয়াশিংটনে তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং ডোনাল্ড রামসফেল্ডও তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে যে প্রশাসন চাচ্ছে করতে চাইছে, এই ব্যক্তিরা ইরাকের সামরিক বাহিনীতে কোন কমের বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহ কিংবা দখলদারি টীতে সাহায্য করতে পারেন কি না। ছাড়া মার্কিনীরা আশা করছে, কোন উপায়ে সাদ্দাম হোসেনকে অপসারণ করা সম্ভব হলে ই বিরাট বিস্ময়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গদাদে একটা জোড়াতালির সরকার চাপিয়ে ওয়া যাবে, যেমন করে পরস্পরের বিরুদ্ধে ধ বিগ্রহে লিপ্ত 'ওয়ার লর্ডদের' নিয়ে কাবুলে কটা নড়বড়ে সাজানো সরকার চাপিয়ে ওয়া হয়েছে।

ধারাচোও মার্কিন সামরিক তৎপরতার রোধযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পসাগরের ক্ষুদ্র দেশ কাতারে মার্কিন বিমান টির রানওয়ে জরুরীভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে। সেখানে বিমান চলাচলসহ সকল কারের কর্মতৎপরতাও অনেক বেড়ে গেছে। বিনীরা আন্তর্জাতিক বাজারে সৈন্য ও রোপকরণ বহনের উপযোগী ফেরী জাহাজ গ্রহণের চেষ্টা করছে। গত সপ্তাহে বিভিন্ন শ পত্রিকায় খবর বেরোয় যে বৃটিশ বাহিনীর ফ্লাগশিপ বিমানবাহী জাহাজ [illegible] টনি ব্লেয়ারের শ্রমিক দলেরই আছেন ১৩০ জনেরও বেশী। লেখকদের মধ্যে জ্যানেট অ্যাডার্সন, ক্রিস স্মিথ এবং গ্যাবিন স্ট্রাং প্রমুখ প্রবীণ এবং প্রভাবশালী সদস্যরাও রয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় প্রচুর জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে যে মিঃ ব্লেয়ার যদি সত্যি সত্যি ইরাকের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান তাহলে তাঁর উর্ধতন ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যেও কয়েকজন পদত্যাগ করতে পারেন। বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে আছেন আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ক্লেয়ার শর্ট, কমন্স সভার নেতা এবং প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন কুক এবং বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র। টোরি দলের বর্তমান নেতা ইয়ান ডানকান স্মিথ এবং তার ছায়া মন্ত্রিসভা বুশের যুদ্ধ পরিকল্পনার টনি ব্লেয়ারের চাইতেও বেশী উৎসাহী। কিন্তু টোরি দলের দু'জন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ডগলাস হার্ড ও স্যার ম্যাল্কম রিফকিন্ড, ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্যে টনি ব্লেয়ারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সাবেক টোরি মন্ত্রী জন গামার ও ডগলাস হ্যুর। জানা গেছে যে টোরি সাংসদদের যাদের সামরিক অভিজ্ঞতা আছে তারাও এই যুদ্ধের বিরোধী, বিশেষ করে উইনস্টন চার্চিলের নাতী (দৌহিত্র) এবং যুবরাজ চার্লসের বন্ধু টোরি দলীয় সাবেক সেনাবাহিনী দফতরের মন্ত্রী নিকোলাস সোমস। বৃটিশ সশস্ত্র বাহিনীতেও ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচুর বিরোধিতা আছে বলে মনে হয়। বর্তমানে কর্মরত সামরিক অফিসাররা কোন রাজনৈতিক মতামত দিতে পারেন না। কিন্তু সম্প্রতিও যারা সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা সেসব বাহিনীর নাড়ি- [illegible] ইরাকবিরুদ্ধ ইস্তক কেন জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উৎসাহ পাবে?"

বৃটেনে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুসলিম ধর্মীয় নেতা ডঃ জাকি বাদাউই বলেন, "ইরাক সরকারের জনকয়েক বিরোধী ছাড়া মুসলিম সমাজ শতকরা ১০০ ভাগ এ যুদ্ধের বিরোধী। (আমেরিকা যদি সত্যি সত্যি যুদ্ধ চালায় তাহলে) আমেরিকা দেখবে যে সে এমন সব লোকের আক্রমণের খোলাখুলি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যারা শুধুমাত্র ঘৃণা এবং অবজ্ঞার কারণে সর্বত্র মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে।"

চার্চ অব অব ইংল্যান্ড, ক্যাথলিক, ইসলাম ইত্যাদি সকল ধর্মের যাজক ও নেতারা ৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে একটি আবেদন পেশ করেন। ক্যাথলিক শান্তি আন্দোলন 'প্যাক্স ক্রিস্টি' রচিত এ আবেদনে বলা হয়, "বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী দেশগুলো যে জাতিসংঘ এবং খৃষ্টীয় নৈতিক শিক্ষা অমান্য করে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের হুমকিকে পররাষ্ট্র নীতির গ্রহণযোগ্য হাতিয়ার বলে বিবেচনা করছে, সেটা খুবই নিন্দনীয়।" তিন হাজার ধর্মনেতা এ আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন।

শিল্পী-বিজ্ঞানীদের বিরোধিতা

মিঃ বুশ ও মিঃ ব্লেয়ার যদি সত্যি সত্যি ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান তাহলে তারা বৃটিশ বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের সমর্থন পাবেন না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বৃটিশ বিজ্ঞানেন্নয়ন সমিতির সভাপতি কলিন ব্লেইকমোর বলেন : "জাতিসংঘের কোন প্রস্তাব এবং প্রতিবেশী

২য় নিলাম বিজ্ঞপ্তি

যুগ্ম জেলা জজ অর্থঋণ আদালত, যশোর

মানি জারি নং-৭৬/৯২

বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, জোনাল অফিস খুলনা

পক্ষে আঞ্চলিক অফিস, যশোর।

[illegible]

[illegible]